তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৯/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
পিতা-মরহুম মৌলবী শফিউদ্দিন
গ্রাম ও পোষ্টঃ নুরুল্ল্যাপুর
থানা- লক্ষীপুর সদর
জেলা- লক্ষীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ সহকারী শিক্ষক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
নুরুল্ল্যাপুর এ.এ. উচ্চ বিদ্যালয়
লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ১৮-০৪-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ২০-১২-২০১৫ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সহকারী শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নুরুল্ল্যাপুর এ.এ. উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন-

১। গত ২৬-০৮-২০১৫ তারিখে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক বরাবরে পেশকৃত তার পত্রে (কপি সংযুক্ত) উল্লেখিত ১১টি তথ্য ।

২। স্কুল পরিচালনা কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩ মাস পূর্বে কেন নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে পেশ করা হয়নি, সে তথ্য।

৩। বর্তমানে এড হক কমিটি আছে কিনা, যদি থেকে থাকে তবে তাহা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কত তারিখে অনুমোদন হয়েছে সে তথ্য ;

৪। এড হক কমিটি যদি এখনো অনুমোদন না হয়ে থাকে তবে কত তারিখে উক্ত এড হক কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল এবং উক্ত প্রস্তাবের ফটোকপি ;

৫। এড হক কমিটি গঠনের প্রস্তাব যদি এখন ও অনুমোদন না হয়ে থাকে তবে কোন বিধি বিধানের আলোকে অত্র বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে, সেই তথ্যাদি;

৬। প্রস্তাবিত এড হক কমিটির সময় সীমা কতদিন থাকবে সেই তথ্য;

৭। বিদ্যালয়ের গত দুই অর্থবছরের আয় ব্যয়ের হিসাব বিবরণী সংক্রান্ত তথ্যাদি ;

৮। গত পাঁচ অর্থ বছরে বিদ্যালয়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আসাযাওয়া ও যাবতীয় খরচ বাবদ ভাউচার এর মাধ্যমে অর্থ গ্রহণের অর্থ বছর ভিত্তিক ভাউচার এর তালিকা ;

৯। ২০১৫-২০১৬ শিক্ষা বছরের S.S.C পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে পরীক্ষার ফি বাবদ জনপ্রতি কত টাকা নেয়া হয়েছে এবং জন প্রতি বোর্ড ফি কত টাকা ছিল ;

১০। স্কুলের সার্বিক উন্নয়ন, সাইন্স রুমের উন্নয়ন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বিগত পাঁচ বছরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশকৃত আবেদন সমূহের ফটোকপি ;

১১। বিগত পাঁচবছরে অডিট হয়ে থাকলে অডিট রিপোর্টের ফটোকপি ;

১২। বিগত কয়েক বছর যাবত প্রধান শিক্ষক মাসে ৩/৪ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন মর্মে শিক্ষার্থী, অভিবাবক ও এলাকাবাসির অভিযোগ রয়েছে, ইহা সত্যকিনা? সত্য হয়ে থাকলে বিদ্যালয়ে কি ধরনের জরুরি কাজের লক্ষ্যে মাসের ২০/২৫ দিন তিনি বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে গিয়ে স্কুলের জন্য কি কি ধরনের উন্নয়ন মূলক কাজ করেছেন সে সকল উন্নয়নের তালিকা ও প্রক্রিয়াধীন কাজের তালিকা সংক্রান্ত তথ্যাদি;

১৩। স্কুল পরিচালনা কমিটি কর্তৃক বিগত পাঁচ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত সকল সভার সিদ্ধান্ত সমূহ;

১৪। শিক্ষার্থীদের নিকট হতে আদার চার্জ বাবদ জনপ্রতি গৃহীত ৫০০/= সহ মোট গৃহীত অর্থের (অর্থ বছর ভিত্তিক) পরিমাণ ও খরচের বিবরনী ;

১৫। শিক্ষা বছরে অনুষ্ঠিত ৩টি পরীক্ষার ফি বাবদ প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ও খরচের বিবরণী ;

১৬। শিক্ষা বছরে অনুষ্ঠিত ৩টি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ক্রয় করা হয়েছিল নাকি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশ্ন তৈরী করা হয়েছিল সে তথ্য ;

১৭। বিগত তিন শিক্ষা বছরের পরীক্ষা সমূহের প্রশ্নের নমুনা কপি,

১৮। গত দুই শিক্ষা বছরে কেন অত্র বিদ্যালয়ে বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান করা হয়নি এবং উক্ত দুই অর্থবছরের ক্রীড়া তহবীলের গচ্ছিত টাকার বিবরনী সংক্রান্ত তথ্যাদি;

১৯। পাঁচ শিক্ষা বছরে সরকার/এনজিও/বেসরকারী খাত হতে প্রাপ্ত অনুদানের তথ্যাদি;

২০। বিগত ছয় বছরেও কেন তথ্য প্রদানের জন্য বিদ্যালয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি;
সে সকল তথ্যাদি।

২। আবেদনটি প্রাপক গ্রহণ না করায় আপীল আবেদন না করেই অভিযোগকারী ২০-০১-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

৩। ২৯-০২-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ২২-০৩-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। অভিযোগকারী হাজির হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। কাজেই শুনানীর জন্য পরবর্তী ১৮-০৪-২০১৬ তারিখ নির্ধারনপূর্বক পুনরায় অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৫। শুনানীতে অভিযোগকারী হাজির । কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সরবরাহ না করে কালক্ষেপণ করছেন । অপরদিকে প্রতিপক্ষ পরপর ২ বার শুনানীতে অনুপস্থিত থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায় নি ।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেন নি এবং দুইবার শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার পরও গরহাজির ছিলেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শুনানীতে উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য প্রদান না করে সময় ক্ষেপণ করছেন মর্মে তথ্য কমিশনের কাছেও প্রতীয়মান হয়। বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় উক্ত তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রার্থীত তথ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য অভিযোগকারীকে পত্র দিবেন এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহের জন্য সহকারী শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নুরুল্ল্যাপুর এ.এ. উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে তার নাম, পদবী ও অন্যান্য তথ্যাদি কেন অদ্যাবধি তথ্য কমিশনকে অবহিত করা হয় নি তার কারণ দর্শানোর জন্য উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নির্দেশ দেওয়া হলো ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার